কে লক্ষ্যে পৌছাতে শ্রম দিয়েছে?

সমগ্র জামাত শ্রম দিয়েছেন, নারী এবং পুরুষ উভয়ই! কোন একদিন, মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র আদেশ (পয়দা. ১:২৮) এবং জামাতের প্রতি মসীহের চূড়ান্ত পরিকল্পনা পূর্ণ হবে (মথি. ২৮:১৯-২০)। সেই সময়, আমরা আল্লাহ্‌র সিংহাসনের চারপাশে একত্রিত হব এবং লক্ষ্য পূরনের আনন্দে মসীহের এক দেহরূপে একত্রে আনন্দ করব।

মূল শব্দ

πάντα τά εθνη

panta ta ethne = সমস্ত জাতি, গোষ্ঠী, লোক

"এর পরে আমি প্রত্যেক জাতি, বংশ, দেশ ও ভাষার মধ্য থেকে এত লোকের ভিড় দেখলাম যে, তাদের সংখ্যা কেউ গুণতে পারল না। সাদা পোশাক পরে তারা সেই সিংহাসন ও মেষ-শাবকের সামনে খেজুর পাতা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ১০তারা জোরে চিৎকার করে বলছিল:
"যিনি সিংহাসনে বসে আছেন,
আমাদের সেই আল্লাহ্‌ এবং মেষ-শাবকের হাতেই
গুনাহ্‌ থেকে নাজাত রয়েছে।" (প্রকাশিত কালাম ৭:৯-১০)

এই "বৃহৎ জনসমষ্টি" সমস্ত জাতির এবং সমস্ত বংশের লোকের, নারী এবং পুরুষ উভয়ই, সকলে তাদের স্বর উত্তোলন করবে এবং প্রশংসা করবে "আমাদের আল্লাহ্‌।" প্রত্যেক জাতি যীশুকে তাদের প্রভু বলে স্বীকার করবে। তার পরিত্রাণ সকল জাতির মধ্যে বিস্তৃত হয়!

এখানে একটি সমাপ্তি সীমা রয়েছে

চিরকালের পরিবারে, জামাত তার কার্য সম্পন্ন করেছেন এবং সকল জাতির কাছে পৌছেছে। এখন লক্ষ্য প্রাপ্ত হয়েছি, সীমানা অতিক্রম করেছি, যাত্রা শেষ হয়েছে। কেউই একটি নির্দিষ্ট সমাপ্তি ব্যতীত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে না। আল্লাহ্‌ চাননি যেন আমরা লক্ষ্যহীনভাবে একটি বৃত্তের মধ্যে পাক খেতে থাকি। তিনি আমাদেরকে একটি শক্তিশালী বার্তা দিয়েছেন, একটি নির্দিষ্ট পথ, এবং সুস্পষ্ট লক্ষ্য দিয়েছেন।

"সমস্ত জাতির কাছে সাক্ষ্য দেবার জন্য বেহেশতী রাজ্যের সুসংবাদ সারা দুনিয়াতে তবলিগ করা হবে

এবং তার পরেই শেষ সময় উপস্থিত হবে।" মথি ২৪:১৪"

সকলে সহভাগীতা করুন

প্রকাশিত কালাম ৭:৯-১০ আয়াতে "আর শুধুমাত্র পুরষেরাই বেহেস্তে অবস্থান করে..." বা "শুধুমাত্র পুরুষদেরকেই তুলে ধরা হয়েছে" বা "শুধু পুরুষেরাই শ্রম দিয়েছেন" বা" শুধু পুরষেরাই লক্ষ্যে পেছৌতে সক্ষম হয়েছে" তর্ক না করে, চিন্তা করুন, কিতাব-প্রেমী ধর্মতত্ত্ববিদ! এই সুসংবাদ তবলিগ করতে প্রত্যেকের তাদের নিজ নিজ অংশ পালন করা প্রয়োজন।

চলুন পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা যাক। নারী ও পুরষ এক প্রতিচ্ছবি হিসেবে সৃষ্টি এবং পরিচয় ভাগাভাগি করে উপভোগ করেছিলেন। তারা একইভাবে রহমত এবং কর্তব্যও ভাগাভাগি করে নিয়ে ছিলেন (পয়দা. ১:২৮)। পরবর্তীতে তারা পাপে পতন এবং তার ফল'ও ভাগ করে নিলেন। আবার নারী ও পুরুষ উভয়ই ঈসার রক্তের দ্বারা তাদের সকল পাপ থেকে নাজাত লাভ করলেন (ঈসার গৌরব হোক!)। অধিকন্তু, আল্লাহ্‌র রূহানিক দানগুলো নারী ও পুরুষ উভয়কেই দত্ত হয়েছে। পঞ্চশত্তমীর দিনে আল্লাহ্‌র অন্তর্যামী আত্মা নারী ও পুরুষ' এর উপর নেমে এসেছিলেন এবং এখনো উপস্থিত আছেন। পরিশেষে বলা যায়, চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌছাতে নারী ও পুরুষ উভয়েই তাদের কাজের নিজ নিজ অংশ পূর্ণ করায়, তারা উভয়েই আল্লাহ্‌র রাজ্যের অংশীদারিত্ব ভোগ করতে পারবে।

বাস্তবিক অর্থে, কোন নারীই একজন ধর্মপ্রচারকের দ্বারা চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌছাতে পারে না, তিনি যতই অংশ ভাগ করার চেষ্টা করুক না কেন। একইভাবে কোন পুরুষও কোন নারী-সুসমাচার প্রচারকারিণী'র দ্বারা লক্ষ্যে যেতে পারে না। বিশ্ববাসির কাছে পৌছাতে আল্লাহ্‌ যে পরিবারের সৃষ্টি করেছেন তার সৌন্দর্যের কথা চিন্তা করুন! "সম্পূর্ণ পরিবার, সম্প্রদায়, সারা বিশ্ব"! বিবাহিত, বিধাব, কিংবা কুমার, নারী অথবা পুরুষ, ছোট বা বড়– মনোনীত সকলেই এক পরিবার!

সকল জাতির কাছে পৌছাতে সমস্ত জামাতের প্রয়োজন।

উপসংহার

অনন্তকালের অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছানোর পরে "পিছনে" ফিরে দেখলে, দেখা যায় সফলতা পেতে সমগ্র জামাতের যথা সম্ভব অধিক ধার্মিক কর্মী প্রয়োজন। ("চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌছাতে" গভীর গবেষণা; মথি ২৮:১৮-২০, মার্ক ১৬:১৫, লূক ২৪:৪৭, যোহন ২০:২১, প্রেরিত ১:৮)।

৪ টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১.এই পৃষ্ঠাটি **আল্লাহ্‌** সম্পর্কে আমাদেরকে কি শেখায়?

২.**জাতি বা লোক** সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয়?

৩.আমি কোন আদেশটি **পালন** করবো?

৪. আমি এটি কার কাছে **বলতে** পারি?